এক নজরে চাঁদপুর সদর উপজেলার মৎস্য বিভাগের তথ্যাদি

চাঁদপুর সদর উপজেলায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

চাঁদপুর বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দর ও বানিজ্যিক শহর। বৃটিশ শাসনামল থেকেই পাট ব্যবসায় এর বিশ্ব জোড়া সুনাম ছিল। শহরটিকে দুভাগ করে মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদী। ডাকাতিয়ার উত্তর পাড়ে অবস্থিত নতুন বাজারের পরিচয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,অফিস আদালত,রেল ষ্টেশন নিয়ে। আর দক্ষিন পাড়ে অবস্থিত পুরান বাজারের জন্ম শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে।

আবহাওয়া জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত।

''চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে
মাটির মানুষ আর সোনার ফসলে''।

চাঁদপুর সদর উপজেলার বিষয়ে কিছু লিখিত হলে প্রথমে জেলার সাথে পরিচিত হতে হয়। চাঁদপুর জেলা হওয়ার পুর্বে মহকুমা ছিল। মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ এবং জেলার মর্যাদা লাভ করে ১৯৮৪ খ্রিঃ। চাঁদপুর সদর থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ০১/০৩/১৮৭১ খ্রিঃ এবং উপজেলায় রূপ লাভ করে ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ খ্রিঃ।চাঁদপুর শহর সদর উপজেলায় অবস্থিত। চাঁদপুর কে এক সময় বলা হত গেইটওয়ে -টু-ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, চাঁদপুর বাংলাদেশর বৃহত্তম নদী বন্দর। এ উপজেলা পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়ায় ত্রি মোহনায় অবস্থিত। ডাকাতিয়া নদীর শাখায় চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের নানুপুর স্লইস গেইট অবস্থিত। উপজেলার মধ্য দিয়ে ডাকাতিয়া নদী প্রবাহিত। এ উপজেলায় একটি অংশ চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের মধ্যে অবস্থিত। চাঁদপুরের ইতিহাস শত বছরের প্রাচীন ইতিহাস ,পদ্মা-মেঘনায় তান্ডবে এ উপজেলার অনেক ভৌগলিক পরিবর্তন হয়েছে।

''চাঁদপুরের '' নামকরন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক জে.এন.সেন গুপ্তের মতে ''চাঁদপুর'' একসময় বিক্রমপুরের নামজাদা জমিদার চাঁদরায়ের জমিদারের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে সুবাদে চাঁদরায়ের নামানুসারে ''চাঁদপুর'' নামকরণ করা হয়। আবার কাহারো মতে স্থান সাধক পুরুষ ও দরবেশ''চাঁদ ফকিরের'' নামে চাঁদপুর নামকরণ করা হয়।

স্বাধিনতা ও মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর সদর উপজেলায় অবদান অপরিসীম, চাঁদপুর শহর ৮ইডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিঃ মুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাকরোডে ''মুক্তিসৌধ'' রেলওয়ে লেকে বিজয়স্তম্ব ও কালীবাড়ী শাপলা চত্তরে ''স্বাধীনতা স্তম্ব'' স্থাপিত হয়। প্রতি বছর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বিজয় উৎসব পালিত হয়।

চাঁদপুর সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন রাজরাজেশ্বর সম্পূর্ন অংশ এবং ইব্রাহীমপুর ইউনিয়নের একটি অংশ মেঘনা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত।

এ উপজেলার সীমানা

ক) উত্তরে-মতলব (উঃ ও দঃ) উপজেলা।
খ) দক্ষিনে-ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলা।
গ) পূর্বে-হাজীগঞ্জও ফরিদগঞ্জ উপজেলা
ঘ) পশ্চিমে-শরিয়তপুর জেলা।

চাঁদপুরে রেল, নৌ ও সড়ক পথে যাতায়াত ব্যবস্থা আছে। বৃটিশ শাসনামলে চাঁদপুর হয়ে রেল,সড়ক ও নৌ পথে কলিকাতা হতে ভারতের পূর্বাঞ্চল, আসাম ও ত্রিপুরায় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল।
বর্তমান রেলযোগে চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম, সিলেট, ভৈরব ও কুমিল্লা পর্যন্ত যাতায়াত ও পন্য পরিবহন করা যায়। চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। স্টীমার ও লঞ্চ যোগে চাঁদপুর হতে ঢাকা ,খুলনা , বরিশাল সহ দেশের সর্বত্র যাতায়াত পন্য পরিবহন করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সড়ক যোগাযোগে এক বিপ্লব সাধিত হয়। ডাকাতিয়া নদী দিয়ে বিভক্ত চাঁদপুর সদর উপজেলায় নবনির্মিত ''চাঁদপুর সেতু'' দ্বারা সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সড়ক পথে ঢাকা ,চট্টগ্রাম,সিলেট সহ দেশের সর্বত্র যাতায়াত ও পন্য পরিবহন করা যায়।

উপজেলার তথ্য

১। উপজেলার আয়তনঃ ৩০৮.৭৭ বর্গ কিলোমিটার

০২। পৌরসভা : ০১ টি, ইউনিয়ন: ১৪টি, গ্রাম: ১১২ টি,

০৩। জনসংখ্যা: ৩,৬৭০২৫ জন, (পুরুষ: ১৮৩১০১ জন (প্রায়) জন, মহিলা: ১৮৩৯২৪ জন (প্রায়)

০৪। সরকারি কলেজ:০২টি, বেসরকারি কলেজ- ৫টি মাদ্রাসা: ৪৯টি, মাধ্যমিক স্কুল- ৫০টি, প্রাইমারি -১৭০ টি

মৎস্য বিভাগীয় তথ্য

০৫। মোট জেলের সংখ্যা – ২০২৪৭ নিবন্ধিত

(ক) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায়

পূর্নবাসিত জেলের সংখ্যা- ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২০ জন (ভ্যানগাড়ি ২০ টি) এবং ২২-২৩ অর্থ বছরে সুফলভোগী ২০ জন (গরু-২০ টি) ও বৈধ জাল বিতরণ- ৫ টি (সুফলভোগী ২৫ জন)

০৬। উপজেলার পুকুরের সংখ্যা- ৯৫০৩ টি, আয়তন- ১৫২৯.৫৫ হেক্টর, উৎপাদন= ৫৩৫৩.৪২ মে. টন

(ক) সরকারী খাস পুকুর- ৬৪ টি আয়তন- ১৩.৩৬ হেক্টর

(খ) বেসরকারী পুকুর- ৯৪৩৯ টি আয়তন- ১৫১৬.১৯ হেক্টর

(গ) মোট মৎস্য খামারের সংখ্যা- ২৫ টি আয়তন-৩.১৫ হেক্টর

০৭। মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা- ০৪ টি বেসরকারী

০৮। মৎস্য নার্সারার সংখ্যা- ১৯ জন, নার্সারী পুকুরের সংখ্যা-৪৫ টি

০৯। নদীর সংখ্যা ০৩ টি, আয়তন ৪৯.৯২ কিলোমিটার, সম্ভাব্য উৎপাদিত মাছের পরিমান- ১৯৯৭০ মে.টন

(নদীর নাম-১। মেঘনা ২। পদ্মা ৩। ডাকাতিয়া

১০। খালের সংখ্যা-১০টি, আয়তন-১৯৫ হেক্টর, উৎপাদন= ৯৭.৫ মে.টন

১১। মোট মাছের উৎপাদন= ২৫৪২০.৯২

১২। মোট মৎস্য ঘাটের সংখ্যা-১১টি, আড়তের সংখ্যা- ৩০ টি , বরফ কলের সংখ্যা- ৬ টি

১৩। বাজারের সংখ্যা- ৩৪টি

১৪। উপজেলার জনসংখ্যা হিসেবে মাছের চাহিদা-(প্রতি জনে প্রতি দিনে ৬৬গ্রাম হিসেবে) -৮৮৪১.৬৩ মে.টন।

১৫। উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান= ১৬৫৭৯.২৯ মে.টন

মৎস্য বিভাগীয় জনবল ও কার্যক্রম

১৪। রাজস্ব- পদ-০৫টি, আছে-০৩টি, শুন্যপদ ০২টি

১৫। প্রকল্পঃ (১) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। জনবল-০২ জন

(২) জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প ফেজ -২(NATP-২), জনবল ১ জন, লিফ-১৩ জন।

১৬। ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর কার্যক্রমঃ

(ক) জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বিকল্প কর্মস্থানসৃষ্টি ও উপকরণ প্রদান, (খ) অবৈধ জালের পরিবর্তে বৈধ জাল বিতরণ, (গ) ইলিশ সম্পদ রক্ষায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন,জনসচেতনতা সভা করা ইত্যাদি।

এক নজরে চাঁদপুর সদর উপজেলার ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্র

১। মৎস্য সংরক্ষন আইন বাস্তবায়নে অভিযান।

মা ইলিশ রক্ষা অভিযান-২০২২

বিশেষ কম্বিং অপারেশন ২০২৩

২। জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় জন সচেতনতা সভাঃ

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩ বাস্তবায়ন উপলক্ষে আনন্দ বাজার জেলেদের মাঝে সচেতনতামূলক সভায় বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার, উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ , কুমিল্লা।

৩। বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে বকনা বাছুর বিতরণ:

২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২০ টি।

ডা. দীপু মনি এমপি, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলেদের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানের বকনা বাছুর বিতরণ শূভ উদ্বোধন করেন।

৪। অবৈধ জালের পরিবর্তে বৈধ জাল বিতরণ :

২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫ টি দলে ২৫ জনের মাঝে ৫ টি বৈধ জাল বিতরণ করা হয়।

জেলেদের মাঝে জাল বিতরণ করছেন মৎস্য বিভাগীয় উদ্ধর্তন কর্মকর্তা মহোদয়গন,উপস্থিত আছেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম দেওয়ান এবং জনাব ফাহমিদা হক ,উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

৫। বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে ভ্যানগাড়ি বিতরণ:

২০২০-২১ অর্থ বছরে ২০ টি।

জেলেদের মাঝে ভ্যানগাড়ি বিতরণ:

৬। জেলেদের মাঝে ২২-২৩ ভিজিএফ চাল বিতরণ

জ্বাটকা জেলেদের মাঝে ২২-২৩ অর্থবছরে ১ টি ইউনিয়নে ভিজিএফ বচাল বিতরণ

চাঁদপুর সদর উপজেলায় ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি

জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তা প্রদানের তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপকরণের নাম	জেলে পরিবারের সংখ্যা টি			সুফলভোগীর সংখ্যা
				২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	ভ্যানগাড়ি	২০		০	২০ জন
২			বকনা বাছুর	০		২০ টি	২০ জন

অর্থ বছর ভিত্তিক জেলেদের জাল প্রদানের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রাম/এলাকা ও ইউনিয়নের নাম	অর্থ বছর ভিত্তিক জালের সংখ্যা টি			মন্তব্য
				২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	আনন্দ বাজার মৎস্য গ্রাম তরপুরচন্ডি (৬,৮,৯ নং ওয়ার্ড), বাবুর হাট	০	৫	০	প্রতি ৫ জনের গ্রুপে ০১ টি করে জাল প্রদান করা হয়েছে। মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ২৫ জন

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় সচেতনতা সভার তথ্যাদি

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক জনসচেতনতা সভা (টি)			
			২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	০৯	২০	১	৩০

মোঃ তানজিমুল ইসলাম
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চাঁদপুর সদর উপজেলার আইন বাস্তবায়ন

ক্রঃনং	কার্যক্রমের নাম	২০২০-২১ অর্থবছর		২০২১-২২ অর্থবছর		২০২২-২৩ অর্থবছর		মোট সংখ্যা	
১		সংখ্যা (টি)	বরাদ্দ(লক্ষ টাকা)	সংখ্যা (টি)	বরাদ্দ(লক্ষ টাকা)	সংখ্যা (টি)	বরাদ্দ(লক্ষ টাকা)	সংখ্যা (টি)	বরাদ্দ(লক্ষ টাকা)
১	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন	০	০	১৭	০.৮৫	২০	১.০০	৩৭	১.৮৫
২	জাটকা সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন	১০	০.৫০	২০	১.০০	০	০	৩০	১.৫০
৩	স্পেশাল কম্বিং অপারেশন অভিযান বাস্তবায়ন	০	০	১৫	১.৬৫	১৫	১.৬৫	৩০	৩.৩০

মোঃ তানজিমুল ইসলাম
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।